Aslaf Academy

লেকচার ৭ : ভরা যৌবনে নবীজি (সঃ)।

কোর্স: সিরাহ

www.aslafacademy.com

প্রশিক্ষক: আহমাদুল্লাহ আল - জামি

লেকচার ৭ : ভরা যৌবনে নবীজি (সঃ)।

সিরিয়ায় দ্বিতীয় সফর ও খাদিজা (রাঃ) এর ব্যবসায়ের দায়িত্ব -

সে সময় পবিত্র মক্কায় খাদিজা ছিলেন একজন বিত্তবান নারী। ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্না। যেসব দরিদ্র লোককে তিনি বুদ্ধিমান ও বিশ্বস্ত বলে মনে করতেন, তাদের হাতে নিজের বাণিজ্য-সম্ভার তুলে দিয়ে বলতেন, এগুলো অমুক স্থানে নিয়ে বিক্রয় করে এসো। তোমাদেরকেও এত পরিমাণ লভ্যাংশ প্রদান করা হবে। যদিও তখন পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওতের বিকাশ ঘটেনি। তথাপি গোটা মক্কাবাসীর মাঝে তাঁর সততা ও বিশ্বস্ততার সুনাম ছিলো। প্রত্যেকের কাছেই তাঁর পছন্দনীয় ও পূত-পবিত্র চরিত্রের মূল্যায়ন ছিলো। তিনি 'আল-আমিন' মানে 'বিশ্বাসী' উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। আর এই সুখ্যাতি ও মহত্ত্বের কথা খাদিজার নিকটও গোপন ছিলো না। তাই তিনি তাঁর ব্যবসার দায়িত্বভার মুহাম্মদ (সঃ) ওপর অর্পণ করে তাঁর বিশ্বস্ততা দ্বারা উপকৃত হতে চাইলেন।

তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রস্তাব পাঠালেন, আপনি যদি আমার ব্যবসার পণ্য সিরিয়ায় নিয়ে যান, তাহলে আমি আপনার খেদমতের জন্য আমার একটি গোলামকে আপনার সাথে দিয়ে দেবো এবং অন্যান্য লোকদের যে লভ্যাংশ দেওয়া হয়, তার চেয়ে অধিক আপনাকে দেবো। নবিজী যেহেতু অনেক সাহসী ও বুদ্ধিমান ছিলেন, তাই সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই সুদূর সফরের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান এবং হযরত খাদিজার গোলাম মাইসারাকে সাথে নিয়ে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন। সিরিয়া গিয়ে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা আর নৈপুণ্যগুণে অধিক লাভে ব্যবসার পণ্য বিক্রি করেন এবং সেখান থেকে অন্যান্য পণ্যসামগ্রী ক্রয় করে ফিরে আসেন। পবিত্র মক্কায় এসে সিরিয়া হতে আনা পণ্যসামগ্রী খাদিজার হাতে সোপর্দ করেন। খাদিজা সেগুলো বিক্রি করে প্রায় দ্বিগুণ মুনাফা অর্জন করেন।

সিরিয়ার পথে নবিজীর সাথে একটা ঘটনা ঘটলো। নাসতুর নামক এক ধর্মযাজক তাকে দেখতে পেলেন। সর্বশেষ নবীর যেসব লক্ষণ পূর্ববর্তী আসমানি গ্রন্থসমূহে বর্ণিত ছিলো, হুবহু তা নবিজির মধ্যে দেখতে পেয়ে নাসতুর তাঁকে চিনে ফেললেন। ওই ধর্মযাজক মাইসারাকে আগ থেকেই চিনতেন। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার সাথের এ লোকটি কে?' সে

বললো, ‘পবিত্র মক্কার অধিবাসী কুরাইশ বংশীয় এক সম্ভ্রান্ত যুবক।’ নাসতুর বললেন, ‘এই যুবক ভবিষ্যতে নবী হবেন।’ [1]

খাদিজা (রাঃ) এর সাথে বিবাহ –

আরবে খাদিজা ছিলেন একজন বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমতী নারী। তিনি মুহাম্মদকে তাঁর ব্যবসার দায়িত্ব ন্যস্ত করে মুহাম্মদ সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছেন এবং হাতে হাতে তার প্রমাণ পেয়েছেন। মুহাম্মদের আভিজাত্য ও বিস্ময়কর চরিত্র-মাধুর্য খাদিজার অন্তরে এক সত্যিকার বিশ্বাস ও অকৃত্রিম ভালোবাসা জন্ম দেয়। ফলে তিনি নিজেই মনস্থ করেন, যদি মুহাম্মদ সম্মত হন, তাহলে তিনি তাঁর সাথে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হবেন। যখন মুহাম্মদের বয়স ২৫ বছর পূর্ণ হলো, তখন খাদিজার সাথে তাঁর বিবাহ নির্ধারিত হলো। সে সময় খাদিজার বয়স ছিলো চল্লিশ বছর। আর কোনো কোনো বর্ণনামতে পঁয়তাল্লিশ বছর।

বিবাহ-অনুষ্ঠানে আবু তালিব এবং বনু হাশেম ও মুযার গোত্রের সকল নেতৃবর্গ সমবেত হন। আবু তালিব বিবাহের খুতবা পাঠ করেন। এ খুতবায় আবু তালিব ভাতিজা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে যেসব শব্দগুলো ব্যবহার করেন, তা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। যার অর্থ নিম্নরূপ :

‘ইনি হলেন, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ; যিনি ধন-সম্পদের দিক থেকে গরিব হলেও মহান চরিত্র ও অনুপম গুনাবলির কারণে যাকেই তাঁর সাথে তুলনা করা হবে, তিনি তার চেয়ে অধিক শ্রেষ্ঠ ও উন্নত প্রমাণিত হবেন। কেননা, ধন-সম্পদ হলো এক বিলীয়মান ছায়া ও প্রত্যাবর্তনশীল বস্তুবিশেষ। আর এই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), যাঁর আত্মীয়তার সম্পর্কের খবর আপনাদের সবারই জানা, তিনি খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদকে বিবাহ করতে যাচ্ছেন। তাঁর নগদ ও বাকি সমুদয় আমার সম্পদ হতে পরিশোধ করা হবে। আর আল্লাহর শপথ, এরপর তিনি বিপুল সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হবেন।’

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে আবু তালেবের এই মন্তব্য সে সময়কার, যখন তাঁর বয়স ২৫ বছর আর বাহ্যত তিনি তখনও নবুওতপ্রাপ্ত হননি। তদুপরি অধিকতর বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, আবু তালিব তখনও নিজের সেই প্রাচীন ধর্ম-বিশ্বাসের উপর অটল-অবিচল ছিলেন, যা বিলুপ্ত করার জন্য নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[1] সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া, পৃষ্ঠা: ১৯

ওয়াসাল্লামের গোটা জীবন উৎসর্গিত; কিন্তু বাস্তবতা হলো এই যে, সত্যকে লুকিয়ে রাখা যায় না। মোটকথা, হযরত খাদিজার সাথে মুহাম্মদের বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেল। তিনি চব্বিশ বছর নবি মুহাম্মদের সংসার করেন। কিছু কাল ওহি অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে এবং কিছু কাল ওহি অবতীর্ণ হওয়ার পরে। খাদিজার জীবদ্দশায় মুহাম্মদ (সঃ) আর কোনো বিয়ে করেননি। [2]

কাবা মেরামতকালে হাজারে আসওয়াদ নিয়ে বিবাদ ও তার নিষ্পত্তিতে নবীজী -

নবিজীর বয়স যখন পঁয়ত্রিশ বছর, তখন কুরাইশরা কাবাঘরকে নতুন করে পুনঃনির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বাইতুল্লাহ শরিফের নির্মাণ-কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারাকে প্রত্যেকেই নিজের জন্য সৌভাগ্যের বিষয় মনে করতো। আর কুরাইশ-গোত্রসমূহ বাইতুল্লাহ নির্মাণে কে কার চাইতে বেশি অংশ নিতে পারে, এর উপর নিজেদের ভাগ্যের ফায়সালা করে রেখেছিলো। তাই সম্ভাব্য ঝগড়া এড়ানোর নিমিত্তে এর নির্মাণকার্যকে গোত্রসমূহের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হলো।

এই কর্মবণ্টন পদ্ধতির মাধ্যমে কাবাঘরের নির্মাণকাজ 'হাজরে আসওয়াদ' বসানোর স্থান পর্যন্ত সুসম্পন্ন হয়ে গেলো। কিন্তু নির্মাণের এ পর্যায়ে এসে হাজরে আসওয়াদকে উঠিয়ে তার নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করার ব্যাপারে তাদের মাঝে চরম মতানৈক্য দেখা দিলো। প্রতিটি গোত্র ও ব্যক্তিরই প্রাণের দাবি ছিলো যে, সে এ সৌভাগ্য লাভ করবে; এমনকি এর জন্য হত্যা ও লড়াইয়ের ব্যাপারে ওয়াদা ও অঙ্গীকার নেওয়া আরম্ভ হলো। সম্প্রদায়ের কিছু ভদ্র ও চিন্তাশীল ব্যক্তি চিন্তা করলেন যে, শলা-পরামর্শের মাধ্যমে মিমাংসার কোনো পথ বের করবেন আর এ উদ্দেশ্যে তারা মসজিদে সমবেত হলেন। পরামর্শে সিদ্ধান্ত হলো, আগামী কাল প্রত্যুষে যে ব্যক্তি সবার আগে মসজিদের নির্দিষ্ট এই দরজা দিয়ে কাবা-চত্বরে প্রবেশ করবেন, তিনিই তোমাদের এ ব্যাপারে ফায়সালা দেবেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তকে কুদরতি ফয়সালা মনে করে প্রত্যেকে তা মেনে নেবে।

[2] সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া, পৃষ্ঠা: ২০। যাদুল মাআদ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৭৬। আস সিরাতুন নাবাবিয়্যা, পৃষ্ঠা: ১১০

মহান আল্লাহর কুদরত যে, সবার আগে মুহাম্মদ (সঃ) ওই দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেন। তাঁকে দেখে সবাই একবাক্যে বলে উঠলো, 'ইনি আল-আমিন আমরা তাঁর সিদ্ধান্ত মানতে সম্মত আছি।' নবীজি এগিয়ে আসলেন এবং এমন প্রজ্ঞাপূর্ণ ফয়সালা দিলেন, যাতে সবাই সন্তুষ্ট হয়ে গেলো; তা হলো : তিনি একটি চাদর বিছালেন এবং নিজ হাতে হাজরে আসওয়াদটি তাতে রেখে দিলেন। তারপর নির্দেশ দিলেন যে, প্রত্যেক গোত্রের ব্যক্তিরা যেন চাদারের এক এক কোণ ধরে। এভাবেই করা হলো। যখন তা ভিত পর্যন্ত পৌঁছুলো, তখন মুহাম্মদ (সঃ) , আগামীর নবি, নিজ হাতে পাথরটি তুলে যথাস্থানে রেখে দিলেন।

সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ও প্রেক্ষাপটে মুহাম্মদ (সঃ) নিজেকে নিয়ে যাচ্ছিলেন এমন এক উচ্চতায়, যেখান থেকে তিনি সবার গোচরে আসতে পারেন। জীবন-যাপনের এই বিরলতম আচরণ তো প্রকৃতপক্ষে অদৃশ্য কুদরতের ইশারায় সম্পন্ন হচ্ছিলো। কেউ কেউ যার আঁচও করতে পারছিলো...[3]

শিক্ষণীয় বিষয়:

আজকের দরসে গুরুত্বপূর্ণ একটা ম্যাসেজ আছে। তা হলো- আমাদের যুবক বয়সকে আমরা কীভাবে পরিচালনা করবো? এর দিকনির্দেশনা। দেখুন, নবিজি যৌবনেই কী পরিমাণ আস্থা অর্জন করেছিলেন মানুষের কাছে। খাদিজা রাদি: তাকে ব্যবসায়ের দায়িত্ব অর্পণ করা, বিবাহের মজলিসে নবিজিকে নিয়ে আবু তালিবের বক্তব্য, হাজরে আসওয়াদের ঘটনায় কুরাইশদের একমাত্র আস্থাভাজন হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া - এসব কিছু আমাদের ম্যাসেজ দেয় যে, নিজেকে আদর্শ যুবক হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে সমাজের সর্বস্তরের মানুষই আমাকে বরণ করে নিবে। আজকাল আমাদের ক'জনকে এমন পাওয়া যাবে যে, তার যৌবনেই ঘরের-বাইরের এমনকি সমাজের সর্বস্তরের মানুষ উত্তম চরিত্রের সনদ প্রদান করবে। অথচ, নবিজির জীবনে আল্লাহ এই নেআমত দান করেছিলেন। আমাদের জীবনকে এভাবে তৈরি করতে পারলে দেখবো, জীবন কত সুন্দর। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন।

---

[3] আস সিরাতুন নাবাবিয়্যা, পৃষ্ঠা: ১১১